দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 08 JAN 1989

পরীক্ষা ও কেন্দ্র বাতিল

গত ২৫-১২-৮৮ ইং তারিখের দৈনিক পত্রিকাগুলির একটি সংবাদ আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সংবাদটি হলো ধনবাড়ী ও সরিষাবাড়ী পরীক্ষা কেন্দ্র এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা সহ সকল পরীক্ষা বাতিল সংক্রান্ত। এর আগেও আমরা গফরগাঁও কলেজ কেন্দ্রের অনুরূপ অবস্থার খবর দেখেছি। নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ প্রশংসার যোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে এই তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই বহিরাগত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এই বহিরাগত পরীক্ষার্থীরা কিভাবে ঐসব কেন্দ্রে যায়। শোনা যায় এই সব কেন্দ্রের

জনমত

শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার সুবিধা ও পাসের ১০০% ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ঐ সব কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেন। ফলে দেখা যায়, এই সব কেন্দ্রে অবাধে নকল চলে। শিক্ষকদের প্রতিবাদ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তারা তো উপঢৌকনের অংশ পান। এই ধরনের পরীক্ষা আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই চলে আসছে। এবং শুধু গফরগাঁও, ধনবাড়ী ও সরিষাবাড়ী কেন্দ্র আর ডিগ্রির ক্ষেত্রেই নয়, মফঃস্বলের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, কারা এ অবস্থার জন্য দায়ী? শুধু কি ছাত্র ছাত্রীরই? এক শ্রেণীর নৈতিকতা বর্জিত অসাধু শিক্ষক এবং প্রধানতঃ তারাই কি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কলংকজনক অবস্থার জন্য দায়ী নন?

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন, বাতিল ঘোষিত কেন্দ্রসমূহের সব পরীক্ষার্থীর প্রতি এতটা কঠোর না হয়ে একটু সদয় হোন। তাদের মধ্যে নিশ্চয় অনেক ভালো ছাত্র ছাত্রী আছে যারা কোন অপরাধের সাথে জড়িত নয়। কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্রের দুষ্কর্মের জন্য তাদের জীবন কিংবা মূল্যবান বৎসর যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার বিকল্প ব্যবস্থা করুন।

—আসলাম রেয়াজ
১৮ মনেশ্বর প্রথম লেন, ঢাকা।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট যেমন মারাত্মক তেমনি জটিল। এই সেশন জটের খপ্পরে পড়ে ছাত্ররা হারাচ্ছে তাদের জীবনের মূল্যবান শিক্ষাবর্ষ। এখানে ছাত্রদের ৪ বৎসরের অনার্স কোর্স শেষ হতে সময় লাগে ৭ বৎসর। সম্প্রতি বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষায় কৃষি বিদ্যালয়ের হাজারের মতো ছাত্র মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। কারণ সময়মতো তাদের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ এই সেশনের অন্যান্য ছাত্ররা বিসিএস দিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। নিম্নে সেশন জটের কয়েকটি কারণ তুলে ধরছি:

(১) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের অন্যতম প্রধান কারণ এর পরীক্ষা পদ্ধতি। বিশ্বের আর কোন দেশে এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে কিনা আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ এখানে ছাত্রদের ফেল করার কোন ব্যবস্থা নেই। এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের মেধার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই কোন বর্ষে দুইবার সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার পরিবর্তে একবার সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা প্রচলন করা প্রয়োজন।

(২) নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা না হওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঐতিহ্য। ১৯৮৬-৮৭ সনের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ তিনবার বদলানোর পর ৮ই মার্চ ধার্য করা হয়েছে। এই তারিখে পরীক্ষা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যাতে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা শুরু হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

(৩) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশ করতে ৭ থেকে ৮ মাস সময় লাগে। কোর্স ফাইনাল, দুইটি সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা এবং একটি বিশেষ পরীক্ষা এর আওতায় পড়ে। শিক্ষকেরা যদি একটু দায়িত্বশীল ও সচেতন হন, তা হলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(৪) দেরীতে সেসন শুরু করার ফলে সেসন জট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৭-৮৮ সনের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। অথচ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেসনে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

সেসন জট ছাত্র, অভিভাবক ও জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এই সেসন জটের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছাত্রদের সহযোগিতা, শিক্ষকদের সদিচ্ছা ও দায়িত্ব নিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ একান্ত কাম্য।

—সৈয়দ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন
১ম বর্ষ, কৃষি (সম্মান),
১২৪ সিরাজ উদ দৌলা হল
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট
ঢাকা—১২০৭